৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
শ্রাবণ ভাদ্র ১৪১৫
আগষ্ট ২০০৯
পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা।

পল্লীতথ্য

কৃষি ▪ শিক্ষা ▪ স্বাস্থ্য ▪ অ-কৃষি উদ্যোগ ▪ লাগসই প্রযুক্তি ▪ আইন ও মানবাধিকার ▪ সচেতনতা

প্রান্তজনের তথ্যসেবায় টেলিতথ্য

- টেলিতথ্য কি?
- বিভিন্ন সেবাসমূহ
- কিভাবে প্রশ্ন করবেন?
- ঘটনা বিশ্লেষণ

সম্পাদকীয়

তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব

আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। তথ্যপ্রযুক্তিকে এখন শুধুমাত্র আধুনিক জীবন-যাত্রার অংশ হিসেবে চিন্তা করার সুযোগ নেই। এর প্রভাব সমাজের সকল স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। তথ্যপ্রযুক্তি তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে বলে এর মাধ্যমে মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা যায়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ পল্লীঅঞ্চলে বাস করে। এসব মানুষের ভাগ্যন্নোয়নে তথ্যপ্রযুক্তি এক বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। এখনও গ্রামের সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্যের অভাবে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজেদের ভাগ্যন্নোয়নে সঠিক পথ সম্পর্কে অন্ধকারে থাকে।

পল্লীঅঞ্চলের মানুষের এ বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে ডি.নেট ‘টেলিতথ্য’ নামে একধরণের তথ্যসেবা কার্যক্রম চালু করে। এখান থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিদিনকার বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেমন- কৃষি, স্বাস্থ্য, সরকারি সেবা, আইন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুসন্ধানের সমাধান পেয়ে থাকে। একদল নিবেদিত প্রাণ তরুণ-তরুণী সর্বক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে।

গ্রামীণ জীবনে ‘টেলিতথ্য’ কার্যক্রমের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সে জন্য এবারের সংখ্যায় ‘টেলিতথ্য’-কে প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এ সংখ্যায় ‘টেলিতথ্য’ সম্পর্কে সামগ্রীক ধারণার পাশাপাশি এখান থেকে কিভাবে তথ্যসেবা পাওয়া যায়, কোন কোন বিষয়ে তথ্য পাওয়া, কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় এবং বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া এই প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয়গুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মনে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় এবং একই সঙ্গে তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগুলোকে সু-স্পষ্ট করা যায়।

সূচি

- ডি.নেট হেল্পলাইন
- হেল্পলাইনে সঠিকভাবে প্রশ্ন পাঠানোর নিয়মাবলী
- কৃষি সেবা সম্পর্কিত তথ্য
- সরকারি সেবা সম্পর্কিত তথ্য
- শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য
- মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য
- ঘটনা বিশ্লেষণ
- জিজ্ঞাসা

সম্পাদক
অনন্য রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
এডওয়ার্ড অপূর্ব সিংহ

অনলাইন ব্যবস্থাপক
এস.এইচ.এম. আরাফাত

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও মুদ্রণ
পাথওয়ে

ছবি: ডি.নেট ও ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।

টেলিতথ্য কি?

টেলিতথ্য ডি.নেটের পল্লীতথ্য গবেষণার এক বিশেষ উদ্ভাবন যা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মাঝে জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত তথ্য ও জ্ঞান বিস্তারে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটি ২০০৪ সালে জিকেপি (Global Knowledge Partnership) সহায়তায় ডি.নেটের উদ্যোগে একশন রিসার্চ প্রকল্পের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা শুরু করে। ডি.নেট টেলিতথ্য গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহের এমন একটি কেন্দ্র যেখানে গ্রামের যে কোন মানুষ মোবাইল লেডী বা তথ্যকর্মীর মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অ-কৃষি উদ্যোগ, লাগসই প্রযুক্তি, আইন ও মানবাধিকার ও সচেতনতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের নিকট হতে মোবাইল ফোন, ই-মেইল, ইয়াহু ও স্কাইপ মেসেঞ্জারের মাধ্যমে এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরামর্শ ও তথ্য সেবা নিয়ে থাকে। টেলিতথ্য নিম্নলিখিত প্রধান পাঁচটি বিষয়ে সমন্বয়ে গঠিত-

- মোবাইল লেডি/ তথ্য কর্মী।
- বিশেষজ্ঞদের দল নিয়ে গঠিত হেল্প ডেস্ক।
- তথ্য ও জ্ঞানসমৃদ্ধ জীয়ন-আইকেবি ও ডিরেক্টরি ডাটাবেজ এবং অনলাইন রিসোর্স।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিষেশজ্ঞ প্যানেল।
- গ্রামের সাধারন মানুষ যারা হেল্পলাইন থেকে তথ্য সেবা নিয়ে থাকেন।

গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে ও নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির তথ্য জরুরিভিত্তিতে পৌছিয়ে দিতে ডি.নেটের টেলিতথ্য নিম্নলিখিত মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে-

- মোবাইল হতে মোবাইল (তাৎক্ষনিক)
- মোবাইল হতে মোবাইল (তিন দিনের মাঝে)
- মোবাইল হতে ই-মেইল (তিন দিনের মাঝে)
- মেইল হতে মেইল (সাত দিনের মাঝে)
- মেসেঞ্জারের মাধ্যমে

টেলিতথ্য - এ সঠিকভাবে প্রশ্ন পাঠানোর নিয়মাবলী

গ্রামীণ জনসাধারণকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পল্লীতথ্য কেন্দ্র যে ভূমিকা পালন করে আসছে "টেলিতথ্য" তার মাঝে অন্যতম একটি মাধ্যম। বয়স্ক, শিশু প্রতিবন্ধীসহ সর্বস্তরের জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে তাদের তথ্য চাহিদাকে প্রশ্ন আকারে টেলিতথ্য - এ পাঠানো এবং উত্তর/পরামর্শ গ্রহণ করে তা পুনরায় তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ডি.নেট এর বেশ কিছু নীতিমালা রয়েছে।

টেলিতথ্য - এ যোগাযোগ করার জন্য নিচের বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রাখুন:

Category	Telephone Extension	Skype ID
কৃষি বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে	11	agriculture.11
পশু সম্পদ বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে	12	dairy.poultry.12
মৎস্য বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে	13	fisheries.13
স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে	14	health.14
শিক্ষা বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে	15	education.15
আইন বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে	16	law.human.rights.16
সরকারী সেবা ও অকৃষি উদ্যোগ বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে	18	government.services.18

যে ঠিকানায় ইমেইল করবেন তা হলো:
helpline@pallitathya.org.bd হেল্পলাইনের প্রশ্ন অন্য কোন ইমেইল ঠিকানায় পাঠাবেন না।

মোবাইল লেডী/তথ্যকর্মীদের জন্য প্রশ্ন নেবার সময় প্রশ্নকারীর নিকট থেকে কিছু বিষয় জেনে নেওয়া জরুরী।

১. ফোন নাম্বার

২. ইমেইল ঠিকানা

৩. স্কাইপি আইডি

এমনকি প্রশ্নটি মোবাইলে সরাসরি করলেও প্রশ্নকারীর কাছ থেকে বিষয়গুলো আগে জেনে নিতে হবে। এর ফলে হেল্পডেস্ক থেকে উত্তর/পরামর্শ দিতে সময় কম লাগবে এবং সহজ হবে।

হেল্পলাইনে প্রশ্ন পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রশ্নের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ করুন

- প্রশ্নকারীর নাম
- বয়স
- আইডি নং

পুরুষ/মহিলা

তথ্যকর্মী/মোবাইল লেডির নাম

টেলিতথ্য - এ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যাতে প্রশ্নটি ভালোভাবে বুঝতে পারেন সেজন্য প্রশ্ন লেখার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ করবেন:

শিক্ষা বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে

যেকোন শিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে এসএসসি/এইচএসসি/অনার্স অথবা মাস্টার্সের রেজাল্ট উল্লেখ অত্যন্ত জরুরী।

সরকারী সেবা ও অকৃষি উদ্যোগ বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে

কোন এনজিও অনুমোদিত কিনা সে সম্পর্কে তথ্য জানতে হলে তার রেজিস্ট্রেশন উল্লেখ অত্যন্ত জরুরী।

রিক্রুটিং এজেন্সী সম্পর্কিত তথ্য জানতে হলে রিক্রুটিং এজেন্সীর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার উল্লেখ করতে হবে।

আইন বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে

বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে বা তালাক হয়েছে, কাবিননামা আছে কিনা, বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা, দেনমোহর কত টাকা,স্বামী যদি স্ত্রীকে বাবার বাড়ি তাড়িয়ে দেয় তবে কতদিন আগে তাড়িয়ে দিয়েছে, স্ত্রী ও সন্তানরা ভরণপোষণ পায় কিনা।

তালাকের ক্ষেত্রে কতদিন আগে তালাক হয়েছে, নারীটি গর্ভবতী ছিল কিনা, তালাক দিয়ে থাকলে কোন প্রক্রিয়ায় তালাক দিয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

২য় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর সম্মতি নিয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

যৌতুকের জন্য কি ধরনের নির্যাতন হয়েছে এবং কে কে নির্যাতন করছে তার বিবরণ।

অভিভাবকত্বের প্রশ্নে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের বয়স।

জমি জমার সমস্যার ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ও বর্তমান মূল্য, জমি থেকে বেদখল হলে কতদিন আগে বেদখল হয়েছে, জমি দখল করলে কি হিসাবে সে জমি দখল করছে সে তথ্য অর্থাৎ সে জমি ক্রয়সূত্রে মালিক নাকি দখল সূত্রে মালিক সে তথ্য, জমি মালিক হলে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে কিনা এবং জমির দলিল আছে কিনা সে তথ্য, সম্পত্তির অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে যার সম্পত্তি সে দাবী করছে তার সাথে রক্তের সম্পর্ক কি? জমির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ জমির মালিকের আছে কিনা?

কৃষি বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে

ফসলের ধরন

জমির পরিমাণ

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে হলে উল্লেখ করতে হবে:

- জমিতে আগে কি ফসল চাষ করা হয়েছে?
- জমি তৈরির সময় প্রয়োগকৃত সারের পরিমাণ।
- কতদিন হলো ফসল রোপন বা বপন করা হয়েছে উল্লেখ করতে হবে।

ফসলের রোগ দমনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে:

- রোগের লক্ষণ।
- কি পরিমাণে ও কতদিন হলো ফসল আক্রান্ত হয়েছে ইতিমধ্যে কোন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে কি না?

ফসলের পোকা দমনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে:

- পোকার আক্রমণের লক্ষণ।
- পোকা দেখতে কেমন বা কি পোকা?
- কি পরিমাণে ও কতদিন হলো ফসল আকান্ত হয়েছে?
- ইতোমধ্যে কোন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে কি না?

পশু সম্পদ বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে

হাঁস-মুরগী, কবুতর এর ক্ষেত্রে:

সংখ্যা

বয়স

টিকা দেয়া হয়েছে কিনা ?

কি কি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?

কয়টা মারা গেছে?

কয়দিন ধরে অসুস্থ?

গরু ছাগলের ক্ষেত্রে:

বয়স

টিকা দেয়া হয়েছে কিনা?

সংখ্যা

কি কি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?

কয়দিন ধরে অসুস্থ?

পুরুষ বা স্ত্রী

লিঙ্গ স্ত্রী হলে গর্ভবতী কিনা?

জ্বর আছে কি না?

আনুমানিক দৈহিক ওজন

আগে কি কোন ঔষধ খাইয়েছেন, থাকলে নাম

মৎস্য বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে

চাষ প্রসঙ্গে

কোন প্রজাতির মাছ যেমন: রুই, কাতলা, মাগুর, গলদা, বাগদা ইত্যাদি?

পুকুর বা ঘেরের পরিমাণ। কত শতকে বিঘা?

পুকুর তৈরীর সময় পুকুর শুকানো, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা? কি পরিমাণে চুন, গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি দেওয়া হয়েছে?

পানির গভীরতা কতটুকু?

পানি কোথা থেকে এনে দিচ্ছেন?

খাবার দেওয়া প্রসঙ্গে

বর্তমান অবস্থায় প্রতিটি মাছের আনুমানিক গড় ওজন কত?

মাঝে মাঝে মাছের ওজন নেওয়া হয় কিনা?

কোন খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা, হলে কি খাবার, কি পরিমাণে প্রতিদিন?

খাবার দেওয়া হয় কিভাবে?

রোগবালাই প্রসঙ্গে

মাছ পরিমাণমত খাবার খায় কিনা?

মাছ ভাসে কিনা? ভাসলে কি পরিমাণে, কিভাবে ভাসে?

মাছ বা চিংড়ি পুকুরের কিনারায় কেমন চলাফেরা করে?

পানির রঙ কেমন?

পানিতে দূর্গন্ধ আছে কিনা?

পানিতে বুদবুদ আছে কিনা? থাকলে কি পরিমাণে, কখন বেশী হয়?

মাছের দেহের অবস্থা কি? দেহে কোন ক্ষতদাগ, পাখনা পঁচা, লেজ পঁচা, ফুলকার রঙ, দেহের রং, পেট ফোলা কিনা ইত্যাদি?

ঘেরে শ্যাওলা আছে কিনা, থাকলে কেমন?

চিংড়ির গায়ের রঙ, সাদা দাগ, লাল দাগ, কাল দাগ আছে কিনা?

পুকুরে কাদার পরিমাণ কেমন এবং রং কেমন; দুর্গন্ধ আছে কিনা?

হ্যাচারী প্রসঙ্গে

কোন প্রজাতির মাছ?

মা ও পুরুষ মাছের বয়স, ওজন কত?

কি ঔষুধ- P.G, HCG ব্যবহার করছে?

ঔষুধ ভাল আছে কিনা, কোথা থেকে, কবে আনা হয়েছে, কিভাবে রাখা হয়েছে?

ঔষুধ তৈরীর সময় কতটুকু পানি দেওয়া হয়েছে?

১ম ইনজেকশন কখন ও কি পরিমাণে দেওয়া হয়?

কত ঘন্টা পর ২য় ইনজেকশন ও কি পরিমাণে দেওয়া হয়?

আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি প্রশ্নের উদাহরণ তুলে ধরা হলো যেভাবে আপনারা প্রশ্নটি পূর্ণাঙ্গভাবে লিখবেন তারপর টেলিতথ্য - এ ইমেইল করবেন।

প্রশ্নকারীর নাম : মোঃ মতিয়ার রহমান

বয়স : ২৬ বছর

সেবা কোড নং : ১১৩৭

পুরুষ/মহিলা : পুরুষ

তথ্যকর্মী : রোজিনা

প্রশ্ন : আমি এক বিঘা জমিতে ব্রি ধান-২৯ রোপন করেছি, ধানের বয়স প্রায় ৩০ দিন, জমি তৈরির সময় ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি সার দিয়েছি, আর কোন সার দেইনি, ৪-৫ দিন হলো জমিতে মাজরা পোকা আক্রমণ করেছে, মাঝে মাঝে গাছ মারা যাচ্ছে, কোন ওষুধ প্রয়োগ করা হয় নাই, এর প্রতিকার কি?

টেলিতথ্য সংক্রান্ত (উত্তর না পাওয়া, উত্তর বুঝতে না পারা) যে কোন বিষয়ভিত্তিক অসুবিধা জানাতে আগে ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের সাথে সরাসরি ফোন করুন নির্ধারিত নাম্বারে।

এরপরও কোন ধরনের সেবা সময়মতো না পেলে কিংবা অন্য কোন ধরনের সমস্যা হলে টেলিতথ্য কো-অর্ডিনেটরকে সরাসরি ফোন করুন।

কৃষি সেবা সম্পর্কিত তথ্য

বাংলাদেশে প্রচলিত সকল কৃষি তাত্ত্বিক ও উদ্যান তাত্ত্বিক ফসলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে টেলিতথ্য এ প্রশ্ন করা যেতে পারে-

চাষের উপযোগীতা যেমন-ফসলের উপযোগী মাটি, জলবায়ু।

চাষাবাদ পদ্ধতি যেমন-জমি তৈরি, বীজ বপন পদ্ধতি, রোপন বা বপন দুরত্ব, সার ব্যবস্থাপনা।

- অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, সেচ ব্যবস্থাপনা, শস্য পাতলা করন।
- রোগ ও পোকা মাকড়ের পরিচার্যিক, জৈবিক, রাসায়নিক পদ্ধতিতে দমন।
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা।
- নার্সারীর ঠিকানা, উন্নত চারা/কলাম ও মাতৃগাছের প্রাপ্তিস্থান।
- কৃষি উপকরণ যেমন-বীজ, সার, কৃষি আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রাপ্তিস্থান।

পশু ও হাসমুরগী পালনের ক্ষেত্রে

- জাত নির্বাচন বিশেষ করে বানিজ্যিকভাবে পালনের জন্য
- বাসস্থান ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য বাবস্থাপনা
- রোগ প্রতিরোধ ও টিকা প্রদান
- বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা
- গরু মোটাতাজাকরণ
- বানিজ্যিক খামার ব্যবস্থাপনা

মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে

১. মাটি নির্বাচন

২. পুকুর তৈরী

৩. পুকুর ব্যবস্থাপনা

৪. মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাছ যেমন-কার্প জাতীয় মাছ, পাংগাস মাছ, তেলাপিয়া মাছ, কৈ মাছ ইত্যাদির

- পোনা উৎপাদন
- পোনা ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- পানি ব্যবস্থাপনা
- আন্ত পরিচর্যা
- রোগবালাই প্রতিরোধ

৫. মৎস্য হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন মাছের প্রাপ্তিস্থান

সরকারি সেবা সম্পর্কিত তথ্য

ভূমিকা

সরকারি সেবা হলো সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে জনসাধারণের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলোকে সহজলভ্য করার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। ডি.নেট টেলিতথ্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানুষের কিছু মৌলিক সমস্যাকে তথ্যের মাধ্যমে সহজলভ্য করতে কাজ করছে। এর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ মানুষ অগ্রাধিকার পাচ্ছে জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক ক্ষেত্রে। যেমন - পাসপোর্ট, জিডি, জন্মনিবন্ধন, লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ভিসা ফরম ও চাকুরীর তথ্য ইত্যাদি।

সরকারি সেবার প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়নশীল এ দেশে অর্ধেকেরও বেশী মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবনধারণের উপকরণগুলো অধিকাংশ সময়ই তাদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। সরকারী সেবার মাধ্যমে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর সঠিক ও সহজ সমাধানের এ প্রয়াস এক কথায় অনস্বীকার্যই বলা যায়।

তথ্য প্রযুক্তি ও সরকারি সেবা

তথ্যপ্রযুক্তি ও সরকারী সেবা - দু'টি দু'রকম অর্থ বহন করে। এ দুটিকে উপযুক্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবাকে মানুষের দরজার একেবারে অন্দরে নিয়ে আসা অপ্রত্যাশিত ভাবে সহজতর হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে। ডিনেটের পল্লীতথ্য কেন্দ্রগুলো থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজেই বিভিন্ন সরকারী সেবা যেমন স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি সম্পর্কৃত তথ্য পেয়ে থাকে এবং এই তথ্য কাজে লাগিয়ে কিভাবে জীবন মান উন্নয়ন করা যায় তারও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

সরকারি সেবা সম্পর্কিত তথ্যগুলো নিম্নরূপঃ

- সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ স্পর্কিত তথ্য।
- বিদেশে (মধ্যপ্রাচ্য, দঃকোরিয়া, মালয়শিয়া) লোক নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য।
- প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে যে কোন সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য।
- বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোর সহজ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য।
- আর্সেনিক প্রতিরোধে ফিল্টার সম্পর্কিত তথ্য।
- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কিত তথ্য।

পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জিডি, টিআইএন নাম্বার, ভিজিডি কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক একাউন্ট করার পদ্ধতি এবং ডিভি ফরম পূরণ সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি।

নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত তথ্য।

প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকার থেকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তথ্য।

আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য।

বিভিন্ন দেশের ভিসা ফরম সরবরাহ ।

কোন এনজিও, প্রকল্প / কোন প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত তথ্য।

বিদেশে লোক পাঠানোর রিক্রুটিং এজেন্সী সম্পর্কিত তথ্য।

কৃষি লোন এবং সার সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের সরকারী অফিস থেকে প্রদত্ত সেবাসমূহের তথ্য আপনি টেলিতথ্য - এ প্রশ্ন পাঠানোর মাধ্যমে পেতে পারেন।

বিভিন্ন ব্যাংক, দূতাবাস ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, ই-মেইল এড্রেস, ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

বাস, ট্রেন, লঞ্চ, বিমান সার্ভিসের সময়সূচী।

ব্লাড ব্যাংক, এ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড ইত্যাদির যোগাযোগ নম্বর।

জাদুঘর, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ও বিনোদনকেন্দ্রের সময়সুচি ও ফোন নম্বর।

শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য

ভূমিকা

জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করে টেলিতথ্য হেল্প-লাইন শিক্ষার বিভিন্ন সাম্প্রতিক তথ্য তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের মাঝে প্রদান করছে। এর মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ উপকৃত হচ্ছে এবং সঠিক সময়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হচ্ছে।

শিক্ষা সেক্টরে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য

শিক্ষাবৃত্তি ও ছাত্র ঋণ

আর্ন্তজাতিক বৃত্তি/পড়াশুনা সম্পর্কিত তথ্য

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা

কোচিং সেন্টার

আইএসএসবি, মেরিন এবং ক্যাডেট কলেজ সংক্রান্ত তথ্য

সরকারী স্কুল বা কলেজ বদলী সংক্রান্ত নিয়মকানুন

সার্টিফিকেট সংক্রান্ত তথ্য

সারা বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ বিষয়ক তথ্য

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রেজাল্ট ও মার্কশীট সংক্রান্ত তথ্য

রুটিন সংক্রান্ত তথ্য

মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য

ভূমিকা

মানুষ হিসাবে ও নারী হিসাবে দেশের সর্ব্বোচ্চ আইন সংবিধান, অন্যান্য আইন, আন্তর্জাতিক দলিলে নারীর যে অধিকার এবং অগ্রাধিকারগুলো রয়েছে সেগুলোই নারীর অধিকার। এছাড়া মানুষ হিসাবে নারী পুরুষ সকলেই যে অধিকারগুলো ভোগ করে তাই হলো নারীর মানবাধিকার। মূলতঃ হেল্পলাইন মানুষের সকল প্রকার আইনগত অধিকার সম্পর্কে তথ্যসেবা দিতে ও সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে । তাই বলা যায়-

নারী বা পুরুষ হিসাবে একজন মানুষের কি কি অধিকার রয়েছে সে সকল বিষয় সম্পর্কে জানানো

নারী হিসাবে নারীর কোন অধিকারের লংঘন হলে অথবা মানুষ হিসাবে মানুষের কোন অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হলে সেই হারানো অধিকার ফিরে পেতে কোথায় যেতে হবে বা কোথায় গেলে প্রতিকার পাওয়া যাবে সে বিষয়ে টেলিতথ্য তথ্য সেবা দিয়ে থাকে।

আইন ও মানবাধিকার বিষয়সমূহ এবং নমুনা প্রশ্নের উদাহরণ

নারী অধিকার

যেমন-

হিন্দু ও মুসলিম আইনের অধীনে বিবাহের নিয়ম কানুন (বিয়েতে অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ, বিবাহের কয়জন সাক্ষী প্রয়োজন, বিবাহের অভিভাবক কারা হতে পারে, বিবাহের আইন সম্মত বয়স, বিবাহে মেয়ের সম্মতি প্রয়োজন কিনা ইত্যাদি বিষয় সমূহ।)

তালাক (যেমন- মুখে মুখে তালাক দেয়া যায় কিনা, তালাকের

কতদিন পর বিয়ে বৈধ,তালাক রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কিনা, তালাক কত প্রকার ইত্যাদি)।

দেনমোহর (দেনমোহর কখন পাওয়া যায়, দেনমোহর মাফ হয় কিনা, মেয়ে নিজে তালাক দিলে দেনমোহর পাওয়া যায় কিনা, ছেলে পক্ষ তালাক দিলে দেনমোহর পাওয়া যায় কিনা, দেনমোহর আদায় করতে কিভাবে আইনের আশ্রয় নেয়া যায় ইত্যাদি)।

ভরণপোষণ (কখন ভরণপোষণ পাওয়া যায়, ছেলে মেয়ের ভরনপোষণ করতে কে বাধ্য, স্ত্রীর ভরনপোষণ কে করতে বাধ্য, ভরনপোষণ আদায় করার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো কি ইত্যাদি)।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন (বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কোথায় করবো, কে এই দায়িত্ব পালন করবে, খরচ কত এবং কিসের উপর নির্ভর করে, রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি ইত্যাদি)।

মেয়েদের রাস্তায় নিরাপদে চলাচল।

এখানে উল্লেখ্য যে উপরের সকল বিষয়ে হিন্দু, খ্রিষ্টান আইনের অধীনেও একই রকম সমস্যা আসতে পারে। যেমন- হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ কিভাবে হয়, হিন্দু মহিলার ভরনপোষণ দিতে কে বাধ্য, হিন্দু মহিলা স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থেকেও ভরনপোষণ পেতে পারে কিনা , হিন্দু ও খ্রীষ্টান আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কিনা, হিন্দু আইনে দওক নেয়া যায় কিনা, কাকে দত্তক নেয়া যায় ইত্যাদি বিষয় সমূহ)।

নারী নির্যাতন বিষয়ক

যেমন -

ধর্ষণ (ধর্ষণ সংঘটিত হলে প্রথমে কোথায় যেতে হবে এবং কি করতে হবে, ধর্ষণের শাস্তি কি, বিনাখরচে ধর্ষণের আইনগত সহায়তার জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়)।

শারীরিক নির্যাতন (শারীরিক নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য কোথায় যেত হবে)।

যৌতুক চেয়ে নির্যাতন (যৌতুকের শাস্তি কি, বিনাখরচে আইনগত সহায়তা পেতে কোথায় যেতে হবে)।

হিলা বিবাহ,(হিলা বিবাহ কি, এর শাস্তি কি, এর আইনগত বৈধতা আছে কিনা)।

বহুবিবাহ (বহুবিবাহের শাস্তি কি, এর আইনগত বৈধতা আছে কিনা)।

প্রাণহানীর হুমকি বা আশংকা হলে কোথায় যেতে হবে বা কি করবে ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন।

শিশু অধিকার বিষয়ক

যেমন-

শিশুদের শারীরিক নির্যাতন, (শিশুদের উপর শারিরিক নির্যাতন করা হলে কোথায় যেতে হবে)।

জোর পূর্বক কোন অবৈধ কাজে নিয়োজিত করা যা তার জীবনের প্রতি হুমকি স্বরুপ, এক্ষেত্রে করনীয় কি?

বাল্যবিবাহ (বাল্যবিবাহের শাস্তি কি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য কি করতে হবে, এর প্রধান দায়িত্ব কার)।

নাবালকের অভিভাবকত্ব (নাবালক শিশুর অভিভাবক কে, নাবালক তার অভিভাবকের কাছ থেকে কি সুবিধা পেতে পারে, ইত্যাদ বিষয়)।

জিম্মাদারিত্ব (শিশুর জিম্মাদারিত্ব পাওয়ার অধিকার কার,স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক হয়ে গেলে নাবালক সন্তানের জিম্মাদারিত্ব কার ইত্যাদি বিষয়)।

নাবালকের সম্পত্তি (নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবক কে, এক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারীর ধর্ম উল্লেখ করতে হবে)।

জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ বা সমস্যা

(এক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারীর ধর্ম উল্লেখ করতে হবে)

বাটোয়রা (বাবা মারা গেলে সন্তানরা তাদের সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করে নিবে তার আইনগত পদ্ধতি কি)।

উত্তরাধিকার (সন্তান হিসাবে কে কতটুকু সম্পত্তি পায় সে বিষয়সমূহ)।

রেজিস্ট্রেশন (জমি কিনলে বা জমি কেনার জন্য বায়না করলে বা জমি কাউকে দান করলে কিবাবে এবং কোথায় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, খরচ কত ইত্যাদি বিষয় সমূহ)।

নামজারী বা রেকর্ড (জমি রেকর্ড করতে কোথায় যেতে হবে, কখন জমি রেকর্ড করতে হয়)।

দখল সংক্রান্ত (জমি বেদখল হলে কোথায় যেতে হবে)।

খাজনা (খাজনা দিতে কোথায় যেতে হবে)।

বর্গা চাষ সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য ইত্যাদি বিষয় সমূহ ।

বিভিন্ন অপরাধমূলক সমস্যা

যেমন :

খুন বা খুনের চেষ্টা (খুনের মামলা কোথায় দায়ের করতে হবে, খুনের শাস্তি কি ইত্যাদি বিষয় সমূহ)।

আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা সহায়তা করা (আত্মহত্যা করতে সহায়তা করা বা উস্কানি দেয়ার শাস্তি, আত্মহত্যা করতে গিয়ে বেঁচে গেলে তার শাস্তি)।

মারামারি (মারামারি বিষয়ে কোন অভিযোগ দায়ের করতে হলে কোথায় যেতে হবে)।

চুরি (চুরি হলে কোথায় যেতে হবে)।

ডাকাতি (ডাকাতি হলে কোথায় যেতে হবে)।

ছিনতাই (ছিনতাই হলে কোথায় জানাতে হবে)।

প্রতারণা (প্রতারনার জন্য অভিযোগ কোথায় দায়ের করতে হবে ইত্যাদি)।

আইন বিষয়ক সাধারন ধারনা

যেমন:

জিডি (জিডি কোথায় করতে হয়, কখন করতে হয়)।

এজাহার (এজাহার কোথায় করতে হয়, কখন করতে হয়)।

মামলা করার পদ্ধতি (মামলা করার পদ্ধতি কি)।

কোথায় মামলা দায়ের করতে হবে ইত্যাদি

আইন বিষয়ক প্রশ্ন পাঠানোর সময় যে সকল তথ্য প্রশ্নের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে সেগুলো হলো

প্রশ্নকারীর নাম।

সেবা গ্রহণকারীর নাম, বয়স।

সেবা কোড নং।

তথ্য গ্রহণকারী/মোবাইল লেডির নাম।

বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে বা তালাক হয়েছে, কাবিননামা আছে কিনা, বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা, দেনমোহর কত টাকা,স্বামী যদি স্ত্রীকে বাবার বাড়ি তাড়িয়ে দেয় তবে কতদিন আগে তাড়িয়ে দিয়েছে, স্ত্রী ও সন্তানরা ভরনপোষণ পায় কিনা ।

তালাকের ক্ষেত্রে কতদিন আগে তালাক হয়েছে, নারীটি গর্ভবতী ছিল কিনা,তালাক দিয়ে থাকলে কোন প্রক্রিয়ায় তালাক দিয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

২য় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর সম্মতি নিয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে ।

যৌতুকের জন্য কি ধরনের নির্যাতন হয়েছে এবং কে কে নির্যাতন করছে তার বিবরণ।

অভিভাবকত্বের প্রশ্নে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের বয়স ।

জমি জমার সমস্যার ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ও বর্তমান মূল্য, জমি থেকে বেদখল হলে কতদিন আগে বেদখল হয়েছে , জমি দখল করলে কি হিসাবে সে জমি দখল করছে সে তথ্য অর্থাৎ সে জমি ক্রয়সূত্রে মালিক নাকি দখল সূত্রে মালিক সে তথ্য, জমির মালিক হলে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে কিনা এবং জমির দলিল আছে কিনা সে তথ্য, সম্পত্তির অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে যার সম্পত্তি সে দাবী করছে তার সাথে রক্তের সম্পর্ক কি? জমির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ জমির মালিকের আছে কিনা ?

মোঃ আমজাদ হোসেন

মোবাইল লেডি রোজিনা দামুড়হুদা গ্রাম দিয়ে হাটছিলেন, ফেব্রুয়ারি মাস ২০০৮, তখন লিচু ধরার সময়, হাটার সময় দেখলেন এক যুবক লিচু বাগানের পাশে মন খারাপ করে দাড়িয়ে আছেন। রোজিনা তখন যুবকটির পাশে গিয়ে দাড়ালেন, উভয়ের মাঝে পরিচয় হলো, তার নাম মোঃ আমজাদ হোসেন, বয়স ৩৫ বছর, তিনি কৃষির সাথে জড়িত, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন, পরিবারের আয় খুব একটা ভাল নয়। কথা প্রসঙ্গে রজিনা লোকটাকে জিজ্ঞাস করলেন তার মন খারাপ কেন? তিনি উত্তরে বললেন বেশ কয়েক বছর যাবত লিচু বাগান লিজ (বন্ধক) নেন, প্রতি বছরই প্রচুর পরিমাণে লিচু ঝড়ে পড়ে, এর ফলে তিনি প্রতি বছরই লোকসান খান। এ বছরও লিচু ঝড়ে পড়া শুরু হয়েছে । রজিনা তখন লোকটাকে জিজ্ঞাস করে জানতে পারলেন যে, তিনি পল্লীতথ্য কেন্দ্রের নাম শুনেন নাই। রজিনা তাকে পল্লীতথ্য কেন্দ্র ও হেল্পলাইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। ঢাকায় যে হেল্পলাইন আছে সেখান থেকে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আইন, অকৃষি উদ্যোগ লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ মোবাইল ফোন ও মেইলের মাধ্যমে জানানো হয়। রজিনা আরও বললেন প্রতিটি বিষয়ে একজন করে বিশেজ্ঞ আছেন; তাঁরা কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন, অকৃষি উদ্যোগ লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরাসরি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ কথা শুনে লোকটি তখন লিচু ফল ঝড়ে যাওয়া সমস্যা নিয়ে হেল্পলাইনের কৃষি বিশেজ্ঞের সাথে কথা বলতে চাইলেন। রোজিনা তখন লোকটাকে হেল্পলাইনের কৃষি বিশেজ্ঞের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা বলার ব্যবস্থা করলেন; লোকটি তার লিচু বাগানের লিচু ঝড়ে পড়ে যাওয়ার সমস্যা বিস্তারিতভাবে জানালেন , হেল্পলাইন থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞ তাকে লিচু ঝড়া বন্ধের জন্য কি করতে হবে তা বুঝিয়ে বললেন ও মোবাইল লেডি রজিনার দ্বারা ওষুধ লিখে দিলেন, তিনি সেদিনেই দোকান থেকে ওষুধ এনে গাছে স্প্রে ও পরামর্শ অনুযায়ী লিচু বাগানের পরিচর্যা করলেন।

নাম : ফরিদা বেগম

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নীলফামারী জেলার কাপড়া সরমজানী ইউনিয়নের যাদুর হাট গ্রামের বনপাড়ায় বসবাস করতো ১৭ বছরের ফরিদা বেগম। ঘরে তার বিধবা মা ফাতেমা বেগম। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মেয়ে সাবালিকা হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি করে মেয়েকে পাত্রস্থ করেন ফরিদা বেগমের মা । বিয়ের তিন মাস পরে অন্তসত্বা হয়ে পড়েন ফরিদা বেগম। অন্তসত্বা হওয়ার সাথে সাথে অসুস্থতার অজুহাতে স্বামী মশিউর রহমান ফরিদাকে তার বিধবা মায়ের কাছে রেখে ঢাকায় চলে যান। কিন্তু দীর্ঘ ৭ মাস পরও ফরিদার স্বামী তার খোঁজ খবর নিলেন না। তখন ফরিদার মা লোকমুখে এবং মেয়ের মাধ্যমে জানতে পারলেন তার মেয়ের স্বামী ফোনে জানিয়েছে নগদ ১০ হাজার টাকা না দিতে পারলে তার মেয়েকে নিয়ে আর সংসার

করবেন না মশিউর রহমান। এর আগেও ফরিদা বেগমকে বিয়ের পর পরই তার স্বামী শারিরিকভাবে নির্যাতন করলেও তিনি নীরবে তা সহ্য করেছেন। কিন্তু যৌতুক নিয়ে তার স্বামীর এরুপ আচরনের কারণে এবার তিনি বিষয়টি তার মাকে জানালেন ।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় সালিশ এর আয়োজনঃ এরপর তার মা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহায়তায় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সালিশের আয়োজন করেন । কিন্তু সালিশের সিদ্ধান্ত ফরিদার স্বামী মশিউর রহমান মানতে অস্বীকার করেন।

পল্লীতথ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞের পরামর্শঃ আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ফাতেমা বেগম বিষয়টি কিভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করলেন। ফরিদার মা ফাতেমা বেগম জানতেন তার প্রতিবেশি উম্মে সালমা পল্লীতথ্য কেন্দ্রে কাজ করেন এবং পল্লীতথ্য কেন্দ্রে নানা রকম তথ্য পাওয়া যায়। তিনি তখন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পল্লীতথ্য কেন্দ্রের সহায়তা নিবেন। এরপর তিনি দ্রুত ১০/০৮/২০০৭ তারিখে পল্লীতথ্যকেন্দ্রের সালমার সাথে যোগাযোগ করলেন। সালমা তাকে নিয়ে পল্লীতথ্য কেন্দ্রে গেলেন এবং জানালেন ঢাকায় টেলিতথ্যের হেল্পলাইনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ কথা জানার পর সালমা বেগমের সহায়তায় ফাতেমা বেগম পল্লীতথ্য কেন্দ্র থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেলিতথ্যের হেল্পলাইনে একজন আইন বিশেষজ্ঞের সাথে সরাসরি কথা বলেন। হেল্পলাইন বিশেষজ্ঞ ফাতেমা বেগমকে প্রথমে সালিশ এর মাধ্যমে এবং সালিশের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান না হলে পরবর্তিতে আইনি সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেন । হেল্পলাইন বিশেষজ্ঞ তাকে আরও জানান, ব্রাক বিনা খরচে সালিশ এবং আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। তাই তিনি ফাতেমা বেগমকে তার মেয়ে সহ স্থানীয় ব্রাক অফিসে যোগাযোগ করতে বলেন।

বিনা খরচে ব্রাক এর আইনি সহায়তা লাভ ও সমস্যার সমাধানঃ হেল্পলাইনের আইন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ফাতেমা বেগম তার মেয়ে ফরিদা বেগমকে সাথে নিয়ে ব্রাক এর নীলফামারী কার্যালয়ে ব্রাক লিগ্যাল এইড শাখার সহায়তায় গত ১৪/০৮/২০০৭ তারিখে জামাতা মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন এবং বিষয়টি সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তির আবেদন জানান। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮/০৯/২০০৭ তারিখে উকিল নোটিশের প্রেক্ষিতে ২৫/০৯/২০০৭ তারিখে ব্রাক এর নীলফামারী কার্যালয়ে ফাতেমা বেগম, স্বামী মশিউর রহমানসহ উভয়পক্ষের অভিভাবক এবং ব্রাক এর সালিশ বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালন, স্ত্রীর উপর নির্যাতনের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলে ফরিদা বেগম ও মশিউর রহমানের দাম্পত্য জীবনের কলহটি সমাধানের চেষ্টা করা হয়। সালিশে উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে লিখিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অবশেষে সালিশটি সফলভাবে নিস্পত্তি হয় । উল্লেখ্য, লিখিত সিদ্ধান্তে নীলফামারি পল্লীতথ্য কেন্দ্র উক্ত সালিশের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সালিশনামায় স্বাক্ষর করে।

সালিশ পরবর্তী পরিস্থিতিঃ সালিশের মাধ্যমে উভয়পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক পূনঃস্থাপন হয় এবং মশিউর রহমান যৌতুক ছাড়া ফাতেমা বেগমের সাথে সংসার করতে সম্মত হয়। বর্তমানে ফরিদা বেগম তার শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর সাথে সুখে ঘর সংসার করছেন। এভাবেই হেল্পলাইনের আইনি পরামর্শ গ্রহণ ফাতেমা বেগমের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে ।

হেল্পলাইন থেকে সেবা গ্রহণের ফলে সালিশের ফলে ফরিদা বেগম যেভাবে লাভবান হলেন : হেল্পলাইন থেকে সেবা গ্রহণের ফলে ফরিদা বেগম আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কারণ তিনি যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সালিশ করার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি সেহেতু তার সমস্যাটি সমাধানের বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাকে বার কাউন্সিলের সনদপ্রাপ্ত একজন আইনজীবির শরনাপন্ন হতে হতো। এতে ফাতেমা বেগমকে কমপক্ষে ২০০/= (দুইশত টাকা) ফি দিতে হতো আইনজীবিকে। এরপর আইনজীবি তাকে মামলা করার পরামর্শ দিতেন। এতে তার মামলা খরচ বাবদ কমপক্ষে ৫০০০/=(পাঁচ হাজার টাকা) এবং সে যদি কোন মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমেও মামলা করতো তাহলে তার মামলার যাবতীয় খরচ না লাগলেও যাতায়াত খরচ বাবদ বেশ কিছু টাকা ব্যয় হতো ।

সময়ের সাশ্রয়ঃ ফরিদা বেগম মামলার আশ্রয় নিলে মামলা নিস্পত্তি হতে দুইবছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যেত । তারপরও সে শেষ পর্যন্ত প্রতিকার পেত কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিলনা। কিন্তু সালিশের আশ্রয় নেওয়ার ফলে স্বল্পসময়ে তার সমস্যাটি সমাধান সম্ভব হয়েছে।

সামাজিকভাবে সম্মান, গোপনীয়তা রক্ষা ও পারিবারিক শান্তিঃ হেল্পলাইনের পরামর্শে সালিশের আশ্রয় নেওয়ার ফলে ফরিদা বেগমের এই পারিবারিক সমস্যাটি অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে । এর ফলে তার সামাজিক সম্মানও রক্ষা হয়েছে । অপরপক্ষে, আদালতের আশ্রয় নিলে তার এই সমস্যাটির গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হতো না। এর ফলে ফরিদা বেগমের পারিবারিক শান্তি ফিরে এসেছে ।

সবিতা রানী শীল

নোয়াখালী জেলার সবিতা রানী শীল দীর্ঘদিন পেটের দুরারোগ্যে রোগে আক্রান্ত ছিলো। অনেক চিকিৎসকের স্মরনাপন্ন হয়ে ১৫/২০ হাজার টাকার ঔষধ সেবন করেও কোন উপকার না পেয়ে তাকে নিরাশায় মৃত্যুর প্রহর গুনতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় স্থানীয় পল্লীতথ্য কেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য সে সদস্য কার্ড করে। তথ্য কেন্দ্রের কর্মীগণ তাদের ঢাকাস্থ হেল্পলাইনে মোবাইলে ডাক্তার এর সাথে তার অবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে জানালে তিনি ঔষধের

নামসহ যাবতীয় পরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক ঔষধ সেবন ও নিয়মাবলী পালন করে বর্তমানে সুবিতা সুস্থ আছে।

লক্ষী রানীর সফলতার কথা: গ্রামীণ অসচেতন জনপদের নারীদের মতো একজন কর্মেউদ্যোমী নারী নোয়াখালী জেলার সূবর্ণ চর উপজেলার পশ্চিম চরবাটা গ্রামের বাসিন্ধা লক্ষী রাণী দাস। তার স্বামী বিধান চন্দ্র দাস ৬ বছর আগে তাকে রেখে চলে যায় ভারতে। এর পর লক্ষীর সংসারে অভাবের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এর মাঝে রানী দুই / একটা ছাগল পালন করে পরিবারের হাল ধরার চেষ্টা করেন । প্রথমে তিনি একটি ছাগল পালন শুরু করেন ঠিকেই । কিন্তু ছাগলটি উপযুক্ত সময়ে বাচ্ছা প্রসব না করা ও অবশেষে প্রসব করলেও মাত্র একটি বাচ্ছা প্রসব করায় ছাগল থেকে তিনি তেমন আয় করতে পারছিলেন না। অবশেষে প্রায় ১ বছর আগে রিলিফের খোজে লক্ষী রাণী পূর্ব চরবাটা ইউনিয়ন পরিষদে আসেন আর এ ভবনেই পল্লীতথ্য কেন্দ্রে অবস্থিত। অনেকের সাথে তিনি পল্লীতথ্য কেন্দ্র দেখতে আসেন কেন্দ্রের তথ্য কর্মী লক্ষী রাণীকে কেন্দ্রের সেবা সম্পর্কে অবহিত করলে । তাৎখনিক লক্ষী রাণী তার ছাগলের দেরিতে প্রসব ও কম সংখ্যক বাচ্ছা প্রসব করার সমস্যাটি বুঝিয়ে বলেন। পরে তথ্য কর্মী কেন্দ্রের কম্পিউটারে সংরক্ষিত ছাগলের যত্নের তথ্য দেখিয়ে তা বুঝিয়ে দেন। এবং ঢাকাস্থ হেল্পডেস্কে মোবাইলের মাধ্যমে লক্ষী রাণীকে পশু বিশেষজ্ঞের সাথে তার সমস্যা সমাধানের পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ করে দেন। পরামর্শে বলা হয় ছাগলটিকে রিতি মতো যত্ন নেওয়ার জন্য এবং ভালো ভালো বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানের জন্য। এর পর লক্ষী রাণী তথ্য কেন্দ্রের পরামর্শ মত কাজ করে। এরপর তার ছাগলটি আরও ৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। লক্ষী রাণী কেন্দ্রে জানালেন বর্তমানে ছাগলটি ও বাচ্চাটি ভালো আছে।

আব্দুর রহমান

আব্দুর রহমান নেহায়েত গ্রামের থাকার কারণে ডিবি লটারির কথা শুনলেও গ্রামে ডিবি লটারি পাঠানোর জন্য ইন্টারনেটে সুবিধা না থাকায় কখনও ডিবি লটারি পাঠানোর কথা চিন্তা করেনি। অবশেষে তার পাশে চর বাটা গ্রামের পল্লীতথ্য কেন্দ্রের ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিবি লটারি ২০০৮ এর আবেদন পত্র পূরণ করে পাঠান। এ লটারিতে সে বিজয়ী হয়। বর্তমানে তার সেকেন্ড লেটার এসে গেছে । এখন শুধু আব্দুর রহমান স্বপ্নের আমেরিকায় যাওয়ার দিন গুনছে। যাওয়ার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে। আব্দুর রহমার জানান পল্লীতথ্য কেন্দ্র না থাকলে তার হয়তো এ ডিবি লটারি পূরণ হতো না। আমেরিকায়ও যাওয়া হতো না। এখন আব্দুর রহমানের ৯ সদস্যের একটি পরিবার তার আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার বদৌলতে গরীব পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার ও আদর্শ পরিবার হিসাবে পরিবারটি গড়ে তোলে দেশ ও দশের সেবা করার স্বপ্ন দেখছে।

কৃষি

প্রশ্ন: কম্পোস্ট সার তৈরী করতে চাই। কীভাবে কম্পোস্ট তৈরী করব?

উত্তর: কম্পোস্ট সার তৈরীর পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো:

ক্রমশ সরু একটি গর্ত তৈরী করতে হবে। গর্তের ওপরের দিকে লম্বায় ৩.৫ মিটার ও প্রস্থে ৩ মিটার হবে এবং নীচের দিকে লম্বায় ৩ মিটার ও প্রস্থে ২ মিটার হবে। গর্তের গভীরতা হবে ১.৫ মিটার। গর্ত করার পর গর্তে লম্বালম্বি (খাড়াভাবে) কয়েকটি বাঁশ পুঁততে হবে।

১৫ সেন্টিমিটার মিটার লম্বা করে শুকনো কচুরিপানা, খড়-বিচালী, ফসলের খোসা ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে।

গর্তটি স্তরে স্তরে ভরাট করতে হবে এবং প্রতিটি স্তর ১৫ সেন্টিমিটার পুরু হবে। প্রথমে কচুরিপানার শুকনো টুকরোর স্তর, তারপর ফসলের আবর্জনার স্তর বা খামারের পশুর প্রসাব মেশানো খড়-বিচালীর স্তর এবং তারপর গোবরের স্তর দিতে হবে। তারপর আবার যথাক্রমে কচুরিপানা, আর্বজনা বা পশুর প্রস্রাব মেশানো খড়-বিচালী ও গোবরের স্তরের পর স্তর করে গর্ত ভরাট করতে হবে। প্রতিবার ফসলের আবর্জনার স্তর তৈরী করার পর তাতে বেশী করে পানি দিতে হবে। গর্ত ভরাট হওয়ার পর ওপরে পুরানো পচা কচুরিপানার একটি স্তর দিতে হবে। তারপর ভরাট গর্তের ওপরটা কাদামাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে। লেপে দেওয়ার পর বাঁশ উঠিয়ে ফেলতে হবে। তারপর পলিথিন শিট বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নিয়মিত গর্তে পানি দিতে হবে। ৩-৪ মাস পর মাঠে ব্যবহারের উপযোগী কম্পোস্ট পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন: সরকারী পশু হাসপাতালে হাঁস-মুরগীর পক্স ও রানীক্ষেতের জন্য যে টিকা দেওয়া হয় তা কত দিন পর পর দিতে হয়?

উত্তর: নিচের ছকটি দেখুন:

রোগ	টীকা	কার্যসূচি	ব্যবহার পদ্ধতি
রাণীক্ষেত (এভিয়ান পেস্ট)	বিসিআরডিভি ১০০ মাত্রার বড়ি	১ম ডোজ: বয়স ৪-৭ দিন ২য় ডোজ: বয়স ২১ দিন	১ম চোখে ১ ফোঁটা করে
	আরডিভি ১০০ মাত্রার বড়ি	১ম ডোজ: বয়স ২ মাস পরে প্রতি ৬ মাস অন্তর	১০০ সিসি পানির সাথে মিশিয়ে রানের/বুকের মাংসপেশিতে ১সিসি করে প্রতি মুরগীতে
		১ম ডোজ: বয়স ২১ দিন	ঐ
মোরগের বসন্ত	মোরগের বসন্ত টীকা/পিজিয়ন পক্স ২০০ মাত্রার বড়ি	১ বছর পরপর একইভাবে দিবেন। সাধারণত একবার টিকা প্রয়োগেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়।	৩ সিসি পানির সাথে ঔষধ মিশিয়ে ডানার নীচে পালকবিহীন চামড়া সুঁচ দ্বারা বিদ্ধ করে লাগাতে হবে।

প্রশ্ন: মিশ্র পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে চাই। ২১০ শতাংশের পুকুরে কয় প্রজাতির কতগুলো পোনা (পোনার আকার ১-১.৫ ইঞ্চি) ছাড়া যাবে?

উত্তর: লাভজনক উপায়ে মাছ চাষ করতে হলে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাসকার্প, মিরর কার্প, সরপুঁটি ইত্যাদি একসাথে মিশ্র পদ্ধতিতে চাষ করতে পারেন। পোনার আকারের ভিত্তিতে মজুদ ঘনত্ব কম-বেশী হতে পারে। পোনা আকারে ছোট হলে মজুদ ঘনত্ব তুলনামুলক বেশী হবে এবং পোনা আকারে বড় হলে মজুদ ঘনত্ব তুলনামূলক কম হবে।

ছোট আকারের পোনা চাষের পুকুরে ছাড়লে মৃত্যুহার অনেক বেশী হতে পারে। এজন্য আপনি ৭-১০ সেমি (২.৭৫-৪ ইঞ্চি) আকারের পোনা সংগ্রহ করে নিম্নলিখিত হারে যে কোনো একটি নমুনা পদ্ধতি বেছে নিয়ে মাছ চাষ শুরু করতে পারেন। এখানে প্রতি শতাংশে কতগুলো পোনা ছাড়বেন সে হিসাব দেওয়া হলো:

জাতের নাম	মাছের সংখ্যা (প্রতি শতাংশে)			
	নমুনা ১	নমুনা ২	নমুনা ৩	নমুনা ৪
রুই	৭-৮	৯-১০	৬-৭	৬-৭
কাতলা	৪-৫	১০-১২	-	৬-৭
সিলভার কার্প	৯-১০	-	১০-১২	৭-৮
গ্রাস কার্প	১-২	১-২	১-২	১-২
মৃগেল	৩-৪	৯-১০	৩-৪	৪-৫
মিরর কার্প	৩-৪	২-৩	-	৩-৪
সরপুঁটি	১-২	-	-	১-২
বিগহেড কার্প	-	-	৬-৭	-
মোট	৩০-৩৫	৩০-৩৫	৩০-৩৫	৩০-৩৫

আপনার পুকুরের আয়তন ২১০ শতাংশ বলে জানিয়েছেন যার আয়তন স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বড়। এই বড় আয়তনের পুকুরে মাছ ছেড়ে তা যত্ন বা ব্যবস্থাপনা করা যথেষ্ঠ কষ্টসাধ্য ব্যপার। আর সঠিক পদ্ধতিতে মাছের যত্ন করতে না পারলে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এজন্য সম্ভব হলে বাঁধ দিয়ে আপনার পুকুরটিকে ২-৪টি ভাগে ভাগ করে মাছ চাষ করলে ব্যবস্থাপনা করতে অনেক সহজ হবে এবং উৎপাদনও ভাল হবে। ব্যবস্থাপনা সুবিধার জন্য পুকুরের আয়তন ২০-৫০ শতাংশের মধ্যে হওয়া ভাল তবে ১০০ শতাংশের বেশী হওয়া ঠিক নয়।

স্বাস্থ্য

প্রশ্ন: আমার পায়খানার রাস্তা ফুলে গেছে? মনে হচ্ছে রাস্তাটা একটু ছিড়ে গেছে? ঐ জায়গাটাতে আবার গুটির মতো কি যেন হয়েছে? এ অবস্থায় কি করণীয়?

উত্তর: আপনার সম্ভবত পাইলস হয়েছে। আপনার যে রোগই হোক না কেন আপনাকে অবশ্যই এক জন সার্জারী বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নিতে হবে। সার্জান আপনার উক্ত যায়গা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করবে। আপনি জেলা সদর হাসপাতলে সার্জারী বহিবিভাগে যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন: কাষ্ঠ কাঠিন্য রোগ এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি?

উত্তর: Syp.Milk Of Magnesium(Acme) ২ চামচ করে দিনে ২ বার পায়খানা শক্ত হলে খাবেন।

উপদেশ:

১. সারাদিন কমপক্ষে দুই লিটার পানি পান করুন।
২. তাজাফলমুল বেশি পরিমাণ খান।
৩. নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন।
৪. দুচিন্তা পরিহার করুন।
৫. সবুজ সবজি বেশি পরিমাণ খান।
৬. মাসিকের রাস্তা পরিস্কার রাখবেন।
৭. ভাজা পোড়া খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।
৮. বেশি মসলা যুক্ত খাবার খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।
৯. বেশি তৈলাক্তা খাবার খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।
১০.প্রতিদিন রাতে ইসুবগুলের ভুষির শরবত খাবেন।

শিক্ষা

প্রশ্ন: আমার এসএসসির সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে এবং সার্টিফিকেটের কোন ফটোকপি নেই। রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর মনে নেই। সার্টিফিকেট তুলতে চাই এখন কি করব?

উত্তর: আপনাকে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে:

১. প্রথমে থানায় জিডি করতে হবে।
২. জিডি নম্বরসহ দৈনিক পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।
৩. স্কুল থেকে রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।
৪. জিডি, পেপারের বিজ্ঞপ্তিসহ শিক্ষাবোর্ডে যোগাযোগ করতে হবে, বোর্ডে একটি নির্দিষ্ট ফরম দেবে, ফরমটি পূরণ করে জমা দিতে হবে।
৫. কিছুদিনের মধ্যে আপনি সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন।

আইন ও মানবাধিকার

প্রশ্ন: ছয় মাস হলো স্বামীতে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন সে তালাক ও দেয়না আবার কোন খরচও দেয়না, বাড়িতেও উঠতে দেয়না। এখন কোন ধরনের আইনের আশ্রয় নিলে এর সমাধান পাওয়া যাবে। আমি আইনের আশ্রয় নিতে চাই।

উত্তর : আপনার বিয়ের কাবিননামা আছে কিনা এবং স্বামীর সাথে আপনার তালাক হয়েছে কিনা সেটা আপনি আমাদেরকে জানান নি। যদি তালাক হয়ে থাকে তবে, কাবিননামায় উল্লেখিত দেনমোহর আপনি দাবি করে পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন।

যদি তালাক না হয়ে থাকে তবে আপনার স্বামী যে আপনাকে ভরনপোষণ দেয়না সেই বিষয়টা স্থানীয় ইউনিয়ন বা পৌরসভার চেয়ারম্যান কে লিখিত ভাবে জানাতে হবে চেয়ারম্যান সালিশ ডেকে উভয়পক্ষকে সাক্ষীসহ উপস্থিত হতে বলবেন। চেয়ারম্যান যে তারিখে উপস্থিত হতে বলবেন সে তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হলে সালিশ করা হবে। সালিশে ভরনপোষণের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হবে তা যদি আপনার বিপক্ষে যায় অথবা আপনার স্বামী যদি সালিশের সিদ্ধান্ত অমান্য করে নিয়মিত ভরণপোষণ না দেয় সেক্ষেত্রে বিয়ের কাবিননামার কপিসহ পারিবারিক আদালতে দেনমোহর ও ভরণপোষণ আদায়ের মামলা করতে পারেন।

মামলার খরচ চালানোর সামর্থ্য না থাকলে আপনি আপনার এলাকার জজ কোর্টের অধীনে জাতীয় আইন সহায়তা সংস্থার অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। তারা আপনার মামলা বিনামূল্যে পরিচালনা করবে। এজন্য আপনাকে সংস্থার অফিসের নিদিষ্ট ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে।

প্রশ্ন: বিবাহের রেজিস্ট্রেশন খরচ কত এবং এটি কিসের উপর নির্ভর করে ?

উত্তর: কাবিননামা রেজিস্ট্রি করতে হলে এলাকার কাজী অফিসে নিকাহ রেজিস্ট্রার এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। নিকাহ রেজিস্ট্রার বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন। বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফি নির্ভর করে দেনমোহরের উপর। দেনমোহরের প্রতি হাজারের জন্য ১০ টাকা হারে ফি প্রদান করতে হবে। এছাড়া কমিশন ফি বাবাদ কাজী ২৫ টাকা পাবেন। কাজী যদি বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়ে তার দায়িত্ব পালন করেন সেক্ষেত্রে তিনি যাতায়াত ফি বাবাদ প্রতি মাইলে ১ টাকা করে পাবেন। ছেলে পক্ষ রেজিস্ট্রেশনের সকল ফি বহন করবেন। রেজিস্ট্রেশনের ফি জমা দেয়া হলে কাজী সাহেব একটি রশিদ দিবেন।

সরকারী সেবা

প্রশ্ন: আমার সন্তানের বয়স বর্তমানে সাড়ে চার বছর। আমার অজ্ঞতার কারণে সন্তানের জন্ম নিবন্ধন করা হয়নি। এত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি কি

প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বর্তমানে আমার সন্তানের জন্ম নিবন্ধন করতে পারি? জন্মনিবন্ধন মূলত কি কি ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে?

জন্ম নিবন্ধন কেন করবেন: জন্মসনদ অত্যাবশ্যকীয় করার লক্ষ্যে সরকার নতুন করে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আইন ২০০৪ প্রণয়ন করে। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিশু অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে আইনটি ৩ জুলাই, ২০০৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। আইন অনুসারে শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক। ২০০৯ সাল থেকে ১৬টি মৌলিক সেবা পেতে জন্মসনদ প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে আছে– পাসপোর্ট, বিবাহ নিবন্ধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ব্যাংক হিসাব খুলতে, গ্যাস, পানি, টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতি পেতে, করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) পেতে, ঠিকা বা চুক্তির লাইসেন্স পেতে, জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে ইত্যাদি। জন্মসনদ থাকলে বাল্যবিবাহের সুযোগ থাকবে না। শিশুশ্রম বন্ধ হবে। ১ জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে উল্লিখিত যে কোন সেবা পেতে জন্মসনদ দেখাতে হবে। তাই এর আগে সবাইকেই জন্মনিবন্ধন করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বিদেশস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন বা দূতাবাস জন্মসনদ দেয়ার বৈধ প্রতিষ্ঠান। দেশকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে সবাইকেই জন্মনিবন্ধন করতে হবে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি-এর হার

বিষয়	১ জুলাই ২০০৯ হতে কার্যকর ফি-এর হার		৩ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ফি-এর হার
	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা এলাকায়	সিটি কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায়	
জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ হতে ২ বছরের মধ্যে জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে	বিনামূল্যে	বিনামূল্যে
জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ হতে ২ বছর পর জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	প্রতি বছরের জন্য ৫ টাকা	প্রতি বছরের জন্য ১০ টাকা	জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তিদের জন্য ৫০ টাকা। অনুর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সীদের জন্মনিবন্ধন এবং যে কোন মৃত্যু নিবন্ধন বিনা ফি-তে।
জন্ম বা মৃত্যু সনদের ইংরেজী কপির জন্য	৫০ টাকা	১০০ টাকা	-
জন্ম বা মৃত্যু সনদের বাংলা কপির জন্য	২০ টাকা	৪০ টাকা	-
তথ্য সংশোধনের জন্য	১০ টাকা	২০ টাকা	-

প্রশ্ন: মালয়েশিয়ায় যেতে হলে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে? মালয়েশিয়া যেতে কত খরচ হয়? কি কি লাগে?

উত্তর : মালয়েশিয়া যেতে কেউ ইচ্ছুক হলে তাকে বোয়েসেল এর সাথে যোগাযোগ করে যাওয়াই উত্তম। কেননা এর ফলে প্রতারিত হওয়ার ভয় কম থাকে। বোয়েসেল বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় লোক পাঠিয়ে থাকে। কোন এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ/টাকা পয়সা লেনদেন করার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে এটা অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্ট কিনা। মালয়েশিয়া যেতে ভিসা, বিমানভাড়া, মেডিক্যাল টেস্ট এবং অন্যান্য সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনসহ অভিবাসন ব্যয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮৪,০০০/- (চুরাশি হাজার) টাকা। বোয়েসেল এর ফোন নং - ০২- ৮৩১৬০৮৮।

সরকার অনুমোদিত এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণের জন্য নিয়োগের অনুমতিপ্রাপ্ত সকল রিক্রুটিং এজেন্সীর নাম ও ঠিকানা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অফিস (৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা) হতে জানা যাবে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অফিসএর ফোন নং - ৯৩৩৯৭০৫, ৯৩৩২৮৪৩।

প্রশ্ন: তৈরি নারিকেলের ছোবড়ার জিনিসপত্র কিভাবে বাজারে বিক্রি করতে হবে?

উত্তর: নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি নানা জিনিসপত্র যেমন-জাজিম, পাপোশ, কার্পেট ইত্যাদি নিজ এলাকায় যারা তৈরি করে থাকে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রয় ও বাজারজাত করা যায়? আর যদি নিজে থেকে এসব তৈরি করা যায় তাহলে আর আঁশ বেচা-কেনার দরকার হবে না? পাশাপাশি নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি রশি হাটের দিন বাজারে দোকানদার বা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পাইকারি দামে ভালো বিক্রি হয়? তাছাড়া নিজে থেকেও পাইকারি বিক্রির জন্য দোকানদারের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে? আবার পাপোশ, কার্পেট ও ঝাড়ু হার্ডওয়ারের দোকানে, মনিহারি দোকানে ও মুদি দোকানেও বিক্রি করা যায়? আসলে নারিকেলের ছোবড়ার তৈরি জিনিসগুলো সারা বছরই ভালো চলে? বিশেষ করে গ্রামে রশির চাহিদা অনেক বেশি থাকে? কারণ রশি কাঁচা ঘর তৈরি ও মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হয়?

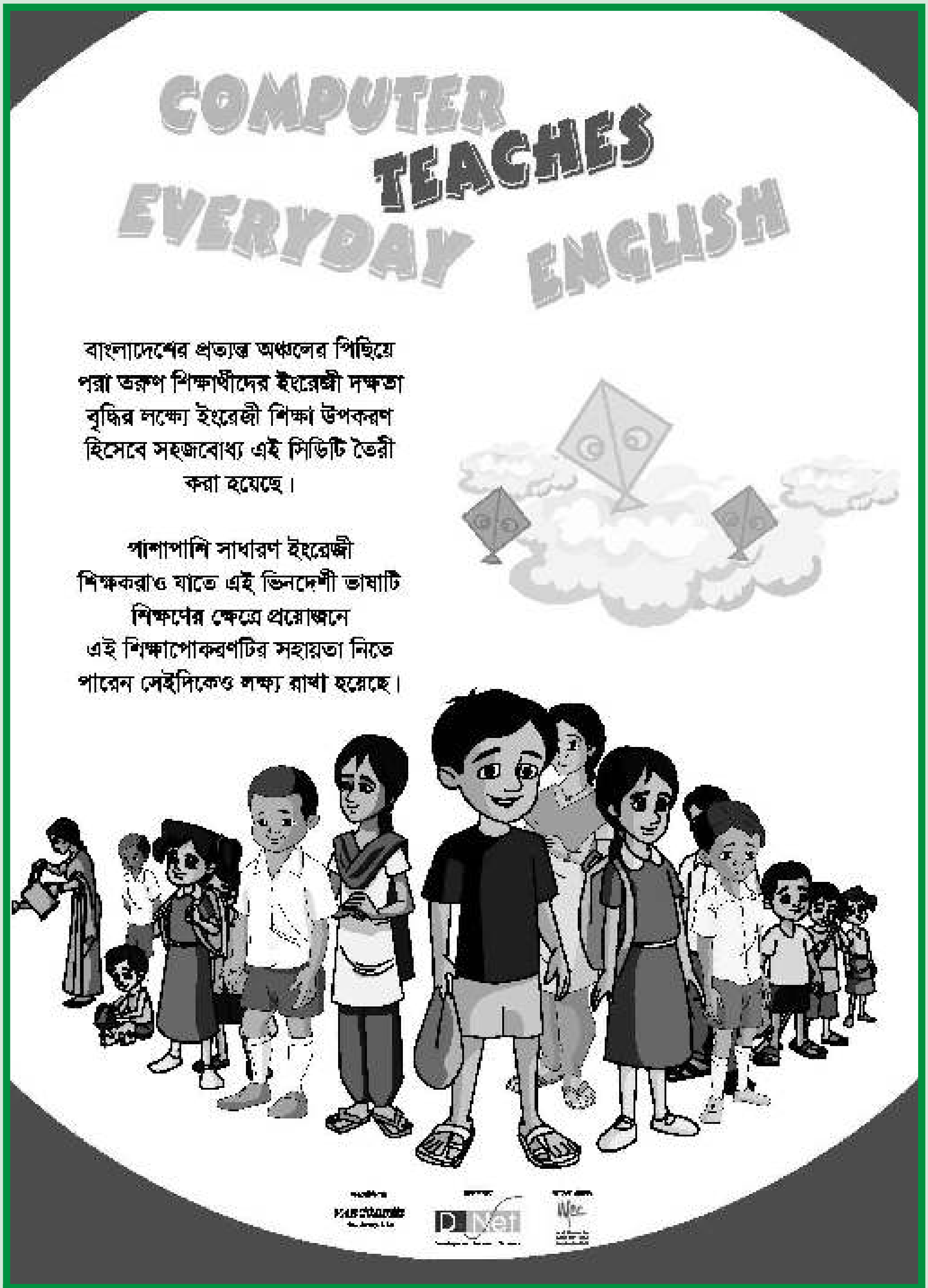

এই সিডি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:
৬/৮ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৫৬৭৭২, +৮৮ ০২ ৯১৩১৪২৪, ০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭

Development Research Network

www.dnet.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৯। ৬/৮ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৮১৫৬৭৭২, ৮৮-০২-৯১৩১৪২৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১৪২০২১, info@pallitathya.org.bd, www.pallitathya.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত ‘অবলম্বন’ প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত।